*International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)*
*A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal*
*ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)*
*ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)*
*Volume-VIII, Issue-I, January 2022, Page No. 54-65*
*Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.ijhsss.com*
**DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i1.2022.54-65**

# শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা ও চরক সংহিতার দৃষ্টিতে সাংখ্যীয় পুরুষতত্ত্ব

**Chandan Kumar Mondal**
*Assistant Teacher-Saknara High School, Purba Bardhaman, West Bengal, India.*

***Abstract***

*The Maharishi Kapila is the founder of Sāṅkhya philosophy. Sāṅkhya philosophy admits two ultimate realities-prakṛti and puruṣa. In this paper I want to highlight Sāṅkhya theory of puruṣa in the view of Bhagavad Gītā and Caraka Saṃhitā. The synonyms of puruṣa are ātman, self, pumān, male person, jña etc. Puruṣa is mere sentience. It is changless, eternal, omnipresent, inactive but consciousness, not resolvable, impartible, self-sufficing, subject, unique. Prakṛti is the uncaused cause of all objects. But the puruṣa is neither the cause (prakṛti) nor the effect (vikrti) of anything. Sāṅkhya believes in the plurality of the puruṣa. Human soul is invulnerable, imcombustible, insoluble and undryable.It is changeless, capable of going everywhere, stable, firm and eternal-according to Bhagavad Gītā. Chaturbiṅgsatika puruṣa (prakṛti, buddhi,ahaṅkāra, manas,ten organs,five mahābhūtas,and five tanmātrās) is a rāshi puruṣa -according to Maharishi Caraka. This puruṣa is not self or ātman. The soul/atman (self) is defined as puruṣa because it resides in the body. He is many in the form of living self, but one (the one and only one/ekamevadvitīyam) in the form paramātmā (God).*

***Keywords : puruṣa (self) , rāshi puruṣa, prakṛti (avyakta), buddhi (mahat), parā prakṛti, kaivalya.***

মহর্ষি কপিল প্রণীত দর্শন 'সাংখ্য দর্শন' নামে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে সুপরিচিত। এই দর্শনের মূল উদ্দেশ্য প্রমেয়ত্ব সাধন। এই প্রমেয়ত্ব সাধন নিরূপণের জন্য পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব[1] সাংখ্য দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। এই 'তত্ত্ব' প্রমেয় নামেও অভিহিত হয়েছে। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব গুলি হল- পুরুষ বা আত্মা বা জ্ঞ, অব্যক্ত বা প্রধান বা প্রকৃতি, মহৎ বা বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত।[১(ক,খ)] এদের মধ্যে মূল তত্ত্ব দুটি, যথা- প্রকৃতি ও পুরুষ।

[1] 'তত্ত্ব' শব্দটি পদার্থের মৌলিকতা প্রকাশক। যে সমুদয় পদার্থ বিজাতীয় অন্য পদার্থের উৎপাদক, অথবা স্বতঃসিদ্ধ বলে গণ্য, সেই সমুদায় পদার্থই শাস্ত্রে 'তত্ত্ব' নামে অভিহিত। প্রকৃতপক্ষে 'তত্ত্ব' অর্থ সত্য-যথার্থ, যার অপলাপ করা যায় না। শ্রী গোপাল বসু মল্লিক, ফেলোশিপ প্রবন্ধ(তৃতীয় খন্ড), পৃ. ৪৮।

সাংখ্য মতে পুরুষ বা আত্মাকে বোঝাতে 'সাংখ্যকারিকা' 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' 'সাংখ্য প্রবচন সূত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে 'পুমান্' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণভাবে 'পুরুষ' বলতে আমরা 'মেল পারসন' (Male Person) কে বুঝে থাকি। কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্রে পুরুষ শব্দের দ্বারা আত্মা বা চেতন তত্ত্বকে বোঝানো হয়েছে। আবার জ্ঞানস্বরূপ বা জ্ঞানময় বলে পুরুষকে 'জ্ঞ' বলা হয়। অতএব সাংখ্যমতে চেতন যুক্ত পুরুষ পদটির দ্বারা নারী-পুরুষ উভয়কেই (All Human Being) বোঝায়।

সাংখ্য মতানুযায়ী পুরুষ ভিন্ন চতুর্বিংশতি তত্ত্বই দ্রব্য জড়, পুরুষ নির্গুণ চৈতন্য স্বরূপ। এই পুরুষ কোন তত্ত্বের কারণ বা প্রকৃতিও নয় এবং অন্য কোনো তত্ত্বের কার্য বা বিকৃতিও নয়- 'ন প্রকৃর্তিন বিকৃতিঃ পুরুষ:'।[২] এই পুরুষ কোনো কিছুর কারণ নয় বা কোন কিছুর বিকার বা পরিণামও নয় বলে পুরুষ অপরিণামী চেতন সত্তা। আমার এই প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা ও চরক সংহিতার দৃষ্টিতে সাংখ্যীয় পুরুষ বা আত্মা তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

ঈশ্বরকৃষ্ণাদির সাংখ্যকারিকায় বলা হয়েছে যে প্রকৃতি এবং প্রকৃতি জাত বস্তুগুলি থেকে পুরুষ বিপরীত। অর্থাৎ ব্যক্ত তত্ত্ব মাত্রই সত্ত্ব, রজ: ও তমো গুণযুক্ত হওয়ায় ত্রিগুণ থেকে অভিন্ন, অনেক পুরুষের জ্ঞানে গৃহীত হওয়ার যোগ্য, অচেতন ও পরিণাম স্বভাব এবং অব্যক্ত বা প্রকৃতিও সেইরূপ। কিন্তু পুরুষ সেইরূপ হওয়া সত্ত্বেও বিপরীত।[৩] অর্থাৎ পুরুষ হল অত্রিগুণ, বিবেকী, অবিষয়, অসামান্য, চেতন ও অপ্রসবধর্মী। এছাড়াও ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন ব্যক্তাব্যক্তের বিপরীত বলে পুরুষের সাক্ষী, কৈবল্য, মধ্যস্থ, দ্রষ্টা এবং কর্তৃত্বশূন্য সিদ্ধ হয়।[৪] কিন্তু অনেক বিষয়েই ব্যক্ত ও অব্যক্তের মধ্যে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য উভয়েরই উল্লেখ সাংখ্যকারিকার পাওয়া যায়।[৫] যেখানে ব্যক্তের সঙ্গে পুরুষের অনেকত্ব ধর্ম এবং প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যত্ব, ব্যাপকত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্ব, অনাশ্রিত, অলিঙ্গত্ব এবং নিরবয়বত্ব প্রভৃতি ধর্মের সাদৃশ্য আছে। এর থেকে বলা যায় যে, পুরুষও উক্ত ধর্মাদি সম্পন্ন।

এখন প্রশ্ন হল পুরুষ ব্যক্ত ও অব্যক্তের বিপরীত ধর্মী হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্ত ও অব্যক্তের অনেক ধর্ম পুরুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হওয়ার কারণ কী? এর উত্তরে সাংখ্য দার্শনিকদের যুক্তি হল পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই কোনো কারণ থেকে উৎপন্ন না হওয়ায়, অর্থাৎ কারণান্তররহিত হওয়ায় উভয়েই নিত্য। মহর্ষি কপিলের মতে, পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই ভিন্ন সকল তত্ত্বই অনিত্য।[৬] পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া (স্থানে) অবস্থান করে বলে ব্যাপক। কিন্তু উভয়েরই ব্যাপকত্ব হেতু থাকলেও গমনরূপ ক্রিয়া না থাকার জন্য তাঁরা নিষ্ক্রিয় এবং উভয়েই অনুৎপত্তিধর্মযুক্ত বলে অলিঙ্গ। আবার পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অমূর্ত বলে নিরবয়ব এবং সর্বোৎপত্তির কারণ বলে স্বতন্ত্র। ব্যক্তের ন্যায় পুরুষও অনেক বা বহু। এ প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, মহৎতত্ত্বাদি ব্যক্ত তেইশটি (২৩ টি) অর্থাৎ মহৎতত্ত্বাদি প্রত্যেকটি অনেক। বুদ্ধি প্রত্যেক পুরুষের বুদ্ধ্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় পুরুষের অনেকত্ব বশত বুদ্ধ্যাদিরও অনেকত্ব সিদ্ধ হয়েছে।[৭]

ব্যক্ত, অব্যক্ত ও পুরুষের মধ্যে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের বিষয়টি ছকের সাহায্যে দেখানো হল:-

| ব্যক্ত | অব্যক্ত/প্রধান/প্রকৃতি | পুরুষ/পুমান্/ আত্মা/ জ্ঞ |
|---|---|---|
| জড় / অচেতন | জড়/ অচেতন | চেতন |
| ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমো) | ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমো) | নির্গুণ |
| অনিত্য | নিত্য | নিত্য |
| সক্রিয় | নিষ্ক্রিয় | নিষ্ক্রিয় |
| আশ্রিত | অনাশ্রিত | অনাশ্রিত |
| লিঙ্গ | অলিঙ্গ | অলিঙ্গ |
| সাবয়ব | নিরবয়ব | নিরবয়ব |
| অব্যাপি | অপরিচ্ছিন্ন / ব্যাপী | অপরিচ্ছিন্ন / ব্যাপী |
| পরতন্ত্র | স্বতন্ত্র | স্বতন্ত্র |
| অনেক / বহু | এক | অনেক / বহু |
| পরিবর্তনশীল | পরিবর্তনশীল | অপরিবর্তনশীল |
| অবিবেকী | অবিবেকী | বিবেকী |
| কারণযুক্ত বা হেতুমৎ | অকারণ বা অহেতুমৎ | অকারণ বা অহেতুমান্ |
| প্রসবধর্মী বা পরিণামশীল | প্রসবধর্মী বা পরিণামশীল | অপ্রসবধর্মী বা অপরিণামশীল |
| সাধারণ | সাধারণ | অসাধারণ |
| বিষয় | বিষয় | অবিষয় |

সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়েই ত্রিগুণ। কিন্তু পুরুষ নির্গুণ। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ: ও তম: - এই তিনটি গুণই পুরুষের নেই। পুরুষ নির্গুণ হওয়ায়, তিনি কৈবল্যযুক্ত। বাচস্পতি মিশ্রের মতে 'কৈবল্য' শব্দের অর্থ আত্যন্তিকভাবে ত্রিবিধ দুঃখের (আধ্যাত্মিক দুঃখ, আধিভৌতিক দুঃখ এবং আধিদৈবিক দুঃখ) নিবৃত্তি বা মুক্তি। পুরুষ যদি ত্রিগুণ যুক্ত হত তাহলে দুঃখ তার স্বাভাবিক ধর্ম হত। এর ফলে তার মুক্তি সম্ভব হত না।

পুরুষ মধ্যস্থ। মধ্যস্থ শব্দের অর্থ উদাসীন। এখন প্রশ্ন হল পুরুষের এই উদাসীনতার কারণ কী? এর উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন পুরুষ নির্গুণ স্বভাব হওয়ায় পুরুষের মধ্যস্থ সিদ্ধ হয়। সুখের প্রতি অনুরাগ এবং দুঃখের প্রতি বিরাগ বা বিদ্বেষ পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম নয়- এটি আরোপিত বা অভিমানমাত্র।[৮]

বাচস্পতি মিশ্রের মতে চেতন ও অবিষয় যেহেতু পুরুষের ধর্ম, সেহেতু পুরুষ সাক্ষী ও দ্রষ্টা উভয়ই। কেননা চেতনই দ্রষ্টা হয়, অচেতন দ্রষ্টা হয় না।[৯] প্রকৃতি প্রভৃতি সকলে অচেতন ও বিষয় হওয়ায় তাদের দেখার শক্তি না থাকার কারণে তারা সাক্ষী ও দ্রষ্টা কোনটিই নয়।

সাংখ্য মতে পুরুষ কর্তা নয়, জ্ঞান চিকীর্ষা ও কৃতির আশ্রয় হয় না। পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ হলেও জ্ঞানবান নন বলে তাকে 'জ্ঞ' বলা হয়। ইচ্ছা ও কৃতি হল অন্তঃকরণের ধর্ম। পুরুষে ইচ্ছা ও কৃতি না থাকার কারণে পুরুষ অকর্তা। পুরুষ অকর্তা, যেহেতু সে বিবেকী ও অপ্রসবধর্মী। পুরুষ নিষ্ক্রিয় হওয়ার কারণে অন্য কারোর সাথে মিলিত হয়ে কাজ করার মতো শক্তি পুরুষের মধ্যে না থাকায় সে বিবেকী। এই কারণেও সে অকর্ত্তা। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে পুরুষ চেতন হলেও কর্তা নয় কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, চেতন পুরুষকে কৃতিমান বা কর্তৃত্ব বললে তার পরিণাম ও বিকার স্বীকার করতে হয়। কিন্তু চেতন ও কৃতি কখনই যথার্থ ভাবে একত্র থাকতে পারে না। অর্থাৎ কৃতি ও চেতন- এই দুটি কোনো একটি পদার্থের ধর্ম হতে পারে না (যতশ্চৈতন্যকর্তৃত্বে ভিন্নাধিকরণে যুক্তিতঃ সিদ্ধে। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী- ২০)। 'সুতরাং 'চেতন: অহং চিকীষণ্ করোমি'- এইরূপ প্রতীতি ভ্রান্ত মনে হয়। এই কারণে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন পুরুষের সংযোগবশত অচেতন মহদাদি চেতনার মতো মনে হয় এবং ত্রিগুণের কর্তৃত্ববশত: উদাসীন পুরুষ কর্ত্তার মত প্রতিভাত হয় মাত্র।[১০] অতএব পুরুষ কর্ত্তা নয়।

মহর্ষি কপিলের মতে পুরুষ নিত্য, পুরুষ শুদ্ধ, পুরুষ বুদ্ধ ও পুরুষ মুক্তস্বভাব (দুঃখরহিত)।[১১] 'কোনো কালে আছে, কোনো কালে নেই'- এরূপ ব্যবহার যাদের সম্ভব নয়, তারাই নিত্য। এই কারণে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেছেন পুরুষ কালাদিদ্বারা অনবচ্ছিন্ন বলে সে নিত্য। তিনি আরোও বলেছেন পুরুষ সর্বদা পাপশূন্য বলে নিত্য শুদ্ধস্বভাব। পুরুষ নিত্য বুদ্ধ হওয়ায় চিদ্রূপের ব্যাঘাত হয় না।[১২] এ প্রসঙ্গে মহর্ষি কপিল বলেছেন জড় প্রকাশ স্বরূপ নয়, কিন্তু পুরুষ জড় বা অচেতন নয় বলে সে প্রকাশ স্বরূপ।[১৩(ক,খ)] এই কারণে পুরুষ চিৎস্বরূপ। পুরুষ মুক্তস্বভাব, অর্থাৎ বদ্ধহীন। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেছেন পুরুষ পারমার্থিক দুঃখাদিশূন্য। পুরুষ বাস্তবিক দুঃখাদিশূন্য এবং তার যে প্রতিবিম্বরূপ দুঃখযোগ- তা অবাস্তব বা কাল্পনিক।[১৪]

সাংখ্য মতে প্রকৃতির প্রথম পরিণাম হল মহৎতত্ত্ব (বুদ্ধি)। অচেতন প্রকৃতি থেকে বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয় বলে বুদ্ধিও অচেতন বা জড়। তার পরিণামও ঘট-পটাদির মতো অচেতন। এ প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন বুদ্ধির পরিণাম সুখাদিও অচেতন হলেও পুরুষ চেতন। কারণ সুখ-দুঃখের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই বলে পুরুষ ধর্মশূন্য। প্রকৃতপক্ষে সুখ-দু:খ বুদ্ধিরই ধর্ম। জ্ঞান, সুখ-দু:খ প্রভৃতি আকারে আকরিত বুদ্ধিতত্ত্বে সেই পুরুষ প্রতিবিম্বিত হলে তিনি জ্ঞান-সুখাদি যুক্ত বলে প্রতিভাত হন। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পতনের ফলে বুদ্ধি স্বরূপতা পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র। সরোবরের জলে যখন সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই সময় যদি জলের মধ্যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাহলে সূর্যকেও সেইরূপ তরঙ্গায়িত বলে মনে হয়। এই উপমার ন্যায় বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে, চেতন বা পুরুষের ছায়াপাতের দ্বারা অচেতন বুদ্ধি ও তার ধর্ম অধ্যবসায়ও চেতনের মত মনে হয়। অর্থাৎ বুদ্ধিতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং কর্তৃত্ব বা কৃতি বুদ্ধিতেই থাকে। বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত পুরুষ কর্তৃত্বশূন্য হলেও কর্তা বলে প্রতীয়মান হয়।[১৫]

মহর্ষি কপিলের মতে চেতন পুরুষ বাস্তবিক পক্ষে অচেতন বুদ্ধিতে নিজেকে স্থানান্তরিত করেন না। বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়ে পুরুষ বুদ্ধির ধর্মসমূহকে (জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ,ধর্ম, প্রভৃতি) অবিবেকবশত

নিজের উপর আরোপ করে। এটা পুরুষের উপরাগ নয়, অভিমান মাত্র। জবাপুষ্পের সান্নিধ্যে জবার রক্তিমা স্ফটিকে অনুক্রান্ত হয় না, কিন্তু তা প্রতিবিম্বিত হয়। সেই প্রতিবিম্বে স্ফটিক রক্তবর্ণ-এইরূপ অভিমানরূপ বুদ্ধি জন্মায়। বুদ্ধি ও পুরুষের উপরাগও সেই ভাবেই জানতে হবে।[১৬]

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে চেতন পুরুষ দ্রষ্টা ও স্বভাবত জ্ঞানস্বরূপ এবং নির্গুণ, সর্বধর্মবর্জিত হলেও বুদ্ধিবৃত্তি আরোপিত হওয়ায় ভ্রমের ন্যায় বুদ্ধির ধর্মসমূহকে নিজের উপর আরোপ করেন।[১৭] যোগভাষ্যকার পুরুষ ও বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করে বলেছেন যে, বুদ্ধি পরিণামী, পুরুষ অপরিণামী, বুদ্ধি পরার্থ, পুরুষ স্বার্থ; বুদ্ধি অচেতন বা জড়, পুরুষ চেতন বা চিদ্রূপ। কিন্তু পুরুষ ও বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য বিবক্ষিত হলেও বুদ্ধি ও পুরুষ সম্পূর্ণ বিরূপ নয়। এর কারণ স্বরূপ যোগভাষ্যকার বলেছেন যে, পুরুষ শুদ্ধ (নির্গুণ) হয়েও ভ্রান্তিবশত বুদ্ধির সঙ্গে নিজেকে এক (অভিন্ন) মনে করেন এবং বুদ্ধির ধর্মসমূহকে (সুখদুঃখাদি) নিজের উপর আরোপ করে নিজেকে সুখদুঃখাদি ধর্মের ন্যায় কল্পনা করেন।

সাংখ্য দর্শনের ন্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাতেও পুরুষ বা আত্মা তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। গীতা অনুসারে প্রকৃতি ও পুরুষ প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের চরম 'দ্বৈতসত্তা' নয়। অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি যে মূলতত্ব তা কিন্তু গীতায় অনুমোদিত নয়। আসলে পুরুষ ও প্রকৃতি ঈশ্বরের (ভগবানের) বিভাব বা প্রকার মাত্র ( Aspect) বলে প্রকৃতিকে অপরা-প্রকৃতি এবং পুরুষকে পরা-প্রকৃতি বলা হয়। এটি গীতার মতে চরমতত্ত্ব নয়, কিন্তু ভগবানের বিলাসমাত্র রূপে অভিহিত হয়েছে।

পরা-প্রকৃতি চেতন, জীবভূতা ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপে- যা গীতায় বর্ণিত হয়েছে, সেটিই সাংখ্যের পুরুষতত্ত্ব। অর্থাৎ গীতায় পুরুষ ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি রূপে বিবক্ষিত। এই ঈশ্বরই জীবাত্মা রূপে প্রতি দেহে অবস্থান করার ফলে গীতায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার এবং সাংখ্যোক্ত পুরুষের সঙ্গে পুরুষোত্তমের অভিন্নরূপে পরিগণিত হয়েছে।[১৮]

অর্জুনের মোহ নিবারণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়েছেন। এই আত্মতত্ত্বের উপদেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে দেহ, আত্মা বা দেহী থেকে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তা বোঝা যায়। আত্মা দেহে অবস্থিত হলেও দেহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেহ উৎপত্তি বিনাশশীল বলে অনিত্য (আগমাপানিনোঽনিত্যাঃ। গীতা-২/১৪)। কিন্তু আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য বলে নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, ও সনাতন এবং অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য প্রভৃতি রূপে গীতায় বর্ণিত।[১৯] এই আত্মা কখনও জাত বা মৃত হন না।

আত্মা সৎরূপে নিত্য বর্তমান বলে জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ; শরীর হত হলেও আত্মা বা দেহী হত হন না (গীতা-২/২০)। আমরা যেমন জীর্ণ পোষাক পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র (পোষাক) পরিধান করি, ঠিক তেমনি আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর গ্রহণ করে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শরীরী (আত্মা বা দেহী) সমস্ত অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু শরীরের বা দেহের পরিবর্তন হয় বলে বাল্যকালে যে দেহ থাকে বার্ধক্যে সে দেহ থাকে না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেহে একই আত্মা অবস্থান করে।

সাংখ্য দর্শন-অনুযায়ী পুরুষ যখন অসঙ্গ, তখন তিনি নিশ্চয়ই নির্গুণ (নির্গুণত্বম্ আত্মন: অসঙ্গত্বাদিশ্রুতে:। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র-৬/১০)। গীতাতেও এই মতের সমর্থনে বলা হয়েছে 'হে অর্জুন! অনাদি ও নির্গুণ বলে এই পরমাত্মা অবিকারী। অতএব দেহে অবস্থান করেও কিছুই করেন না এবং কর্মফলে লিপ্ত হন না (গীতা- ১৩/৩১)।

সাংখ্যদর্শনের ন্যায় গীতাতেও আত্মাকে নিষ্ক্রিয় বলা হয়েছে। কেননা আত্মা কোন কার্যের কর্তা ও কর্ম কোনটিই নন বলে তিনি অবিকার্য। অবিবেকবশে আত্মায় কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব আরোপিত হয় মাত্র (গীতা-২/১৯)।

সাংখ্যের ন্যায় গীতাতেও পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়কেই অনাদি বলা হয়েছে, এবং উভয়েরই মধ্যে যে সংযোগ, সেটিও অনাদি (প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। গীতা-১৩/১৯)। এর ফলে সুখদুঃখাদি প্রভৃতি গুণ সমূহ এবং দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন হয়। এই গুণ গুলির সঙ্গে পুরুষের কোন সম্বন্ধই নেই। কারণ পুরুষ উদাসীন, নির্লিপ্ত। কিন্তু পুরুষ উদাসীন হলেও গীতায় বলা হয়েছে পুরুষ, প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রকৃতির গুণ সমূহ, অর্থাৎ সুখদু:খাদি প্রভৃতি ভোগ করেন এবং ঐ গুণসমূহের সংসর্গই পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হয়।[২০] এই গুণ সংসর্গ থেকে মুক্ত হলে পুরুষের আত্মস্বরূপ প্রতিভাত হয় এবং তিনি পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না।

গীতার ন্যায় চরক সংহিতাতেও পুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'চরক সংহিতা' হল ভারতীয় পরম্পরাগত ঔষধী ব্যবস্থায় আয়ুর্বেদ (Ayurveda) এর এক প্রাচীন গ্রন্থ। মহর্ষি চরক চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হওয়ায় চিকিৎসার যোগ পুরুষই তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়। এই জন্যই তিনি পঞ্চভূতের (ক্ষিতি, অপ্ তেজ, মরুৎ ও ব্যোম/ আকাশ) সঙ্গে মিলিত আত্মায় পুরুষ শব্দ ব্যবহার করেছেন। মহর্ষি চরক প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশইন্দ্রিয়, আকাশাদি পঞ্চভূত এবং পঞ্চতন্মাত্র-এদের সমবায়কে চতুর্বিংশতিক পুরুষ বলেছেন। এটি 'রাশি পুরুষ' নামেও অভিহিত।[২১] আবার পঞ্চমহাভূত এবং চেতনাধাতু-এই ষড় ধাতুর সমবায়কে পুরুষ বলা হয়। একমাত্র চেতনধাতুও পুরুষ নামে চরক সংহিতায় অভিহিত হয়ে থাকে।[২২]

চরক সংহিতায় প্রকৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্বসমূহকে 'পুরুষ' শব্দের দ্বারা প্রয়োগ করলেও আত্মা থেকে তা ভিন্ন। কেননা আত্মা অনাদি, অনন্ত, শাশ্বত এবং তিনিই পরমাত্মা। সৃষ্টির আদিতে তিনি বর্তমান, অব্যক্ত, অব্যয় ও অচিন্তনীয়।[২৩] এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে কল্পনা করার ফলে জীবগণের দেহে অবস্থান করেন বলে অন্তরাত্মা রূপে বিরাজমান। দেহে অবস্থান করার জন্য আত্মাকে পুরুষ সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়েছে। জীবাত্মা রূপে তিনি বহু হলেও পরমাত্মা রূপে তিনি কিন্তু এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু সাংখ্য দর্শন ব্রহ্ম বিষয়ে উদাসীন।

আত্মা অনাদি, নির্বিকার ও সর্বধর্মশূন্য কিন্তু রাশি পুরুষের উৎপত্তি আছে । কেননা এই রাশি পুরুষ বা চতুর্বিংশতি পুরুষ মোহ, ইচ্ছা ও দ্বেষকৃত কর্ম থেকে উৎপন্ন। এর ফলে পুরুষেই কর্ম, কর্মফল, জ্ঞান ও জ্ঞানফল প্রতিষ্ঠিত এবং এই পুরুষেই মোহ, সুখ, দুঃখ, জীবন মরণ ও স্বত্ত্ব দেখা যায়। যার এইরূপ

তত্ত্বজ্ঞান আছে তার প্রলয়, সৃষ্টি, চিকিৎসা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় অবগত। এই কারণে মহর্ষি চরক বলেছেন রাশি পুরুষ চিকিৎসার যোগ্য। শুদ্ধ নির্বিকার আত্মা চিকিৎসার যোগ্য নন।

মহর্ষি চরকের মতে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন তত্ত্ব সমূহ 'ক্ষেত্র' ও দেহস্থ আত্মা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে সুপরিচিত এবং উভয়ের মধ্যে সংযোগ অনাদি ও অনন্ত। এদের মধ্যে সংযোগের কারণ হল রজ: ও তমো গুণের আধিক্য। অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের সংযোগ হলে চতুর্বিংশতিক পুরুষের সৃষ্টি হয় এবং রজঃ ও তমোগুণের অভাব হলে সত্ত্ববুদ্ধির পুরুষের মুক্তি হয়ে থাকে।[২৪]

চরক সংহিতা অনুসারে আত্মা অজ্ঞ নয়, জ্ঞ বা জ্ঞানবান। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সমূহ প্রভৃতি করণসংযোগে আত্মায় জ্ঞান প্রবর্তিত হলেও সকল বিষয়ে সর্বদা তার জ্ঞান হয় না। যেমন- দর্পন দর্শন-যোগ্য হলেও মলিন দর্পন দর্শনযোগ্য নয়। সেইরূপ মন প্রভৃতি করণ মলিন জ্ঞান নিষ্পন্ন হয় না। আবার আত্মা জ্ঞাতা হওয়ায় তাকে সাক্ষীও বলা হয়। কেননা যিনি জ্ঞাতা, তিনিই সাক্ষী হয়ে থাকেন। অজ্ঞ কখনও সাক্ষী হয় না। (জ্ঞ: সাক্ষীত্যুচ্যতে নাজ্ঞ: সাক্ষী হ্যাত্মাহ্যত: স্মতঃ। চরকসংহিতা-শরীর স্থানম)।

সাংখ্য দর্শনের ন্যায় চরক সংহিতাতেও আত্মাকে চেতন, অথচ নিষ্ক্রিয় বলা হয়েছে। কিন্তু মহর্ষি চরকের মতে মন স্বয়ং অচেতন ও ক্রিয়াবান। আত্মাই মনের চেতয়িতা, অর্থাৎ আত্মাধিষ্ঠিত মনেরই ক্রিয়া হয়। আত্মা চেতনাবান্ বলে তাকেই কর্তা বলা হয়েছে। কিন্তু সাংখ্য মতে আত্মা চেতন হলেও কর্তা নয়, মন ক্রিয়াবান বা সক্রিয় হলেও অচেতন বলে কর্তা নয় (চরক সংহিতা-১/৩৩, শারীরস্থানম)।

মহর্ষি কপিলের মতে চেতন স্বরূপ পুরুষ বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার্য। কেননা আত্মার নাস্তিত্ব বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই (অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ)। তাঁর মতে পুরুষ বা আত্মা দেহাদির অতিরিক্ত, অর্থাৎ প্রকৃতি প্রভৃতি চতুর্বিংশক তত্ত্ব থেকে অতিরিক্ত (শরীরাদিব্যতিরিক্ত পুমান্ । সাংখ্যপ্রবচন সূত্র-১/১৩৯)। এই পুরুষ শরীরাদি থেকে অতিরিক্ত বলে সাংখ্য দার্শনিকগণ অনুমান প্রমাণের দ্বারা পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ করেছেন। কারণ পুরুষের বা আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না। পুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন সংঘাত বস্তু অপরের প্রয়োজন সাধন করে থাকে। ত্রিগুণ প্রভৃতির বিপরীত ধর্মী কেউ আছেন। কোন চেতন অধিষ্টাতা ছাড়া জড়বর্গ চালিত হতে পারে না। ভোক্তা ছাড়া ভোগ্য বস্তু অর্থহীন। এই জীব সংসার ত্রিগুণের বন্ধন থেকে মোক্ষ বা কৈবল্য লাভের চেষ্টা করে। এই সব হেতুর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে চেতন অধিষ্ঠাতা, ভোক্তা কোন পুরুষ আছেন। সাংখ্যপ্রবচন সূত্রেও মহর্ষি কপিল পুরুষের অস্তিত্ব সপক্ষে ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রবর্তিত অনুরূপ যুক্তি দিয়েছেন।[২৫(ক,খ)]

সাংখ্য দর্শনের অনুরূপ চরক সংহিতাতেও আত্মাকে অতীন্দ্রিয় ও অনুমানগ্রাহ্য বলা হয়েছে। প্রাণ, অপান, নিমেষাদি, জীবন, মনের গতি, এক ইন্দ্রিয় থেকে অপর ইন্দ্রিয়ে মনের সঞ্চার, ইন্দ্রিয়ের জন্য ইন্দ্রিয়ের প্রেরণ, স্বপ্নে দেশান্তর গমন, মরণ, দক্ষিণ চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট বিষয়ে বাম চক্ষুদ্বারা দর্শনের ন্যায় জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ,

সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি, স্মৃতি ও অহঙ্কার-এই লক্ষণ গুলির দ্বারা দেহাস্থিত আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।[২৬]

সাংখ্যরা বলেন এই পুরুষ বা আত্মা এক নয়, বহু। অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রে 'বহুপুরুষবাদ' স্বীকৃত হয়েছে। পুরুষ বহু-এই যুক্তির সমর্থনে ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রদত্ত হেতুটি হল – জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়ের পৃথক পৃথক নিয়ম হেতু, অযুগপৎ প্রবৃত্তিহেতু এবং ত্রিগুণের বিপর্যয় হেতু পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়।[২৭] মহর্ষি কপিল বহুপুরুষবাদের সমর্থনে বলেছেন যে- জন্মাদির ব্যবস্থা হেতু পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয় (জন্মাদিববৎস্থাত: পুরুষবহুত্বম্। সাংখ্যপ্রবচন সূত্র- ১/১৪৯)। এই যুক্তির সমর্থনে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেছেন যে পুণ্যবান সে স্বর্গে যায়, যে পাপী সে নরকে যায়। যে অজ্ঞ সে বদ্ধ থাকে, যে জ্ঞানী সে মুক্তি লাভ করে- জগতে এই ভিন্ন ব্যবস্থাবশত বহু পুরুষ স্বীকৃত। যদি পুরুষ বহু না হয়ে এক হত, তবে কে স্বর্গ-নরক, বদ্ধ-মুক্ত হত- এইভাবে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা সিদ্ধ হত না। এর থেকে প্রমাণিত পুরুষ বহু-এক নয়।[২৮] কিন্তু গীতায় পুরুষের বহুত্ব স্বীকৃত হয় নি। এক সূর্য যেমন সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ এক ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) সমস্ত ক্ষেত্র বা দেহকে প্রকাশিত করেন (গীতা ১৩/৩৩)। অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞরূপে (আত্মারূপে) সমস্ত ক্ষেত্রে যদি ভগবানই বিরাজমান থাকেন, তাহলে তিনি এক ব্যতীত বহু হবেন কি করে? ঈশ্বর সর্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন ও অবিভক্ত; কিন্তু উপাধি ভেদে ঈশ্বরকে বহু বলে মনে করা হয়।

সাংখ্য শাস্ত্র মতানুযায়ী প্রকৃতি ও পুরুষ একে অন্যের বিপরীত ধর্মী তত্ত্ব (যদিও অনেক ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে ঐক্য দেখা যায়)। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে, তাদের এই সম্বন্ধকে সাংখ্য দর্শনে সংযোগ বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল তাদের মধ্যে এই সংযোগ স্থাপন কিভাবে সম্ভব? কেননা আমরা পূর্বেই জেনেছি যে পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও চেতন। অন্যদিকে প্রকৃতির প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু তিনি জড় বা অচেতন। পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি বর্তমান, তাহলে কিভাবে এই জগতের সৃষ্টিকার্য্য সম্ভব হবে? এর উত্তরে বলা যায় যে চেতনরূপ পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃই জড় প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করে। অর্থাৎ অচেতন প্রকৃতি চেতন পুরুষের সংযোগ বিশেষই বিশ্বজগতের সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন যে পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হয়। যেমন- পঙ্গুলোক পথ চলতে না পারলেও এবং অন্ধব্যক্তি পথ দেখতে না পেলেও ; পঙ্গুব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তির স্কন্ধে স্থাপিত হলে পঙ্গুব্যক্তি অন্ধব্যক্তিকে পথ চলার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। ঠিক এইরকম ভাবেই পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ বশত: মহদাদি ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি হয়।[২৯] পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে যে উভয়ের সংযোগের কি কোন উদ্দেশ্য আছে? নাকি বিনা উদ্দেশ্যেই তারা পরস্পর সংযুক্ত হয়? এর উত্তরে সাংখ্যদার্শনিকগণ বলেন প্রকৃতি ও পুরুষ নিজেদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে। অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতিকে অপেক্ষা করে দর্শন বা ভোগ ও কৈবল্যের জন্য এবং প্রকৃতি পুরুষকে অপেক্ষা করে তার দ্বারা দৃষ্ট ও ভোগ্য হওয়ার জন্য। কেননা দ্রষ্টা ও ভোক্তা ব্যতীত দৃশ্য ও ভোগ্য হয় না। পুরুষের দর্শন, ভোগ ও কৈবল্যই প্রকৃতির সার্থকতা। এই কারণেই ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন পুরুষের মুক্তির জন্য এবং পুরুষ কর্তৃক প্রকৃতি দর্শন বা ভোগের জন্য পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ

হয়।[৩০] এর ফলে আবারও প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে অচেতন বা জড় প্রকৃতি কি করে চেতন পুরুষের কৈবল্যের বা মুক্তির জন্য প্রবৃত্ত হয়? এর উত্তরে ঈশ্বরকৃষ্ণের অভিমত হল বৎসরে (বাছুর) বৃদ্ধির নিমিত্ত অচেতন দুগ্ধ গাভীর স্তন থেকে নিঃসৃত হয়, সেইরূপ পুরুষের মোক্ষের নিমিত্ত অচেতন প্রকৃতিও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় (সাংখ্যকারিকা-৫৭)।

পুরুষ মুক্তির জন্য প্রকৃতির অপেক্ষা করলেও পুরুষ কিন্তু মুক্তস্বভাব, নির্গুণ ও অপরিণামী হওয়ায় প্রকৃতি সুখ-দু:খ ও মোহাত্মিকা বলে পুরুষ প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিরূপ দর্পনে প্রতিফলিত হয়ে বুদ্ধিগত দুঃখত্রয়কে অবিবেকবশত নিজের উপর আরোপ করে। এই আরোপিত সুখদুঃখাদিই পুরুষের বন্ধন এবং আরোপিত দু:খের নিবৃত্তিই পুরুষের মুক্তি বা কৈবল্য। মহর্ষি কপিলের মতে পুরুষের এই বন্ধন ও মুক্তি ঐকান্তিক নয়, তা হল অবিবেকবশত।

এর থেকে আমরা বলতে পারি সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত হলে একে অপরের অভাব পুরণ হয়। অর্থাৎ উভয়ের ভোগ্যভোক্তৃভাব সিদ্ধ ঠিকই কিন্তু সৃষ্টির কোন প্রয়োজন থাকে না। প্রসঙ্গে মহর্ষি কপিলের যুক্তি হল পাচক যেমন পাক শেষ হলে তার আর কোন কর্ম থাকে না, সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান হলে সে পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির কার্য্য থাকে না। এই জগতে প্রজাগণ রাজার কার্য্য সমাপ্ত করে কৃতার্থ হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষকে মুক্ত করে কৃতার্থ হয়ে আর কিছুই করে না। এক কথায় 'তদুচ্ছিত্তি: পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তি: পুরুষার্থ'- (সাংখ্যপ্রবচন সূত্র-৬/৭০)। অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃভাবের উচ্ছেদই পুরুষার্থ। এটিই হল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। এটি ছাড়া শান্তিলাভের অন্য উপায় নেই।

পরিশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে সাংখ্যীয় পুরুষতত্ত্ব শুধুমাত্র যে সাংখ্য দর্শনে আলোচিত হয়েছে, তা কিন্তু নয়। ভগবদ্-গীতা ও চরক সংহিতায় আমরা পুরুষ তত্ত্বের আলোচনা পেয়েছি। সাংখ্য দর্শনের ন্যায় গীতায় পুরুষকে অনাদি, অনন্ত, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্ত বলা হয়েছে। চরক সংহিতা অনুসারে ব্যাপক, নিষ্ক্রিয়, স্বতন্ত্র, সাক্ষী, জ্ঞাতা, চিন্ময় রূপে বর্ণিত হওয়ায় সেটিও সাংখ্য শাস্ত্রানুরূপ বলে গণ্য হয়েছে। তবে চরক সংহিতায় চতুর্বিংশতিই 'রাশি পুরুষ' নামে অভিহিত- যা আত্মার সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। এই রাশি পুরুষকে মহর্ষি চরক জীবের স্থূলদেহ রূপে গণ্য করার জন্য এই পুরুষ চিকিৎসার যোগ্য পুরুষ বলে চরক সংহিতা (চিকিৎসা শাস্ত্র রূপে) রচিত হয়েছে। গীতা ও চরক সংহিতা উভয় শাস্ত্রেই পরমাত্মা স্বীকৃত এবং পরমাত্মাই প্রাণীগণের দেহে জীবাত্মা রূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হওয়ায় জীবাত্মা রূপে পুরুষ বহু হলেও পরমাত্মা রূপে এক ও অদ্বিতীয়। যদিও পরমাত্মা সম্পর্কে সাংখ্য শাস্ত্র সম্পূর্ণ উদাসীন এবং জীবাত্মারূপে পরমাত্মা অবস্থান করেন- এটিও সাংখ্য শাস্ত্রে অস্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু গীতার ব্যাখ্যা অনুযায়ী পুরুষ-প্রকৃতি চরমতত্ব নয়- উভয়ই পরমাত্মার প্রকারমাত্র হওয়ায় ভগবান বা ঈশ্বরই চরমতত্ত্ব রূপে বিবক্ষিত হলেও সাংখ্য সম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের দ্বারা প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন করলেই প্রকৃতি –পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃভাবের উচ্ছেদ রূপে যে কৈবল্য লাভ, সেটি সম্ভব হয় চতুর্বিংশতি জড় বা অচেতন তত্ত্ব ভিন্ন চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ বা আত্মার প্রত্যক্ষ সংযোগের মাধ্যমেই।

**তথ্যসূত্র :**

১) ক) মূল-প্রকৃতিরবিকৃতিঃ মহাদাদ্যাঃপ্রকৃতিবিকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারঃ ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষ:।। ৩।। - সাংখ্যকারিকা। শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু সঙ্কলিত, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭, পৃ:১৯

খ) সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্ম্মহান মহতোহহঙ্কারোহহঙ্করাৎ পঞ্চতন্মাত্রেণ্যুভয়মিন্দ্রিয়াং তন্মাত্রেভ্য: স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিগণঃ।১/৬১-সাংখ্যপ্রবচনসূত্র। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত গদ্যানুবাদ, কলিকাতাঃ বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৯৭, পৃ: ৩৩

২) শর্মা, শ্রীপূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু (সঙ্কলিত)। সাংখ্যকারিকা। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭, পৃ:১৯

৩) ত্রিগুণমিববেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি। ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীত স্তথাচ পুমান্ ।। ১১।। সাংখ্যকারিকা, তদেব, পৃ:৯৩।

৪) তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য। কৈবল্যং মাদ্যস্থ দ্রষ্টৃত্ব মকর্ত্তৃভাবশ্চ ।।১৯।। সাংখ্যকারিকা।। তদেব, পৃ: ১৩৬

৫) হেতুমদনিত্যমব্যাপী সক্রিয়মেনকমাশ্রিতং লিঙ্গম্। সাবয়ং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্।। ১০।। তদেব, পৃঃ৮৮

৬) প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্। ৫/৭২- সাংখ্যপ্রবচনসূত্র। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত গদ্যানুবাদ, কলিকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৯৭, পৃ:১৭২।

৭) "অনেকম্" প্রতিপুরুষং বুদ্ধ্যাদীনাং ভেদাৎ। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী-১০, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬, পৃ: ১১৪

৮) সুখী হি সুখেন তৃপ্যন্ দুঃখী হি দুঃখম্ দ্বিষন্ মধ্যস্থো ন ভবতি.....ইতি চহহখ্যায়তে। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী-১৯, তদেব, পৃ:১৯১-১৯২।

৯) চেতনত্বেনাহবিষয়ত্বেন.....নাহচেতন। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী-১৯, তদেব, পৃ:১৯১।

১০) তস্মাৎ তৎসংযোগোদচেতনং চেতনাদিব লিঙ্গম্.....কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ।।২০।। সাংখ্যকারিকা। শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু সঙ্কলিত, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭, পৃঃ১৩৮।

১১) নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র-১/১৯। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত গদ্যানুবাদ, কলিকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৯৭, পৃঃ১৪

১২) নিত্যত্বং কালানবচ্ছিন্নত্বম্ .....নিত্যবুদ্ধত্বমলুপ্তিচদ্রূপত্বম্। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য-১/১৯। শ্রীমহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। কলিকাতাঃ উপনিষদ্ কার্যালয়, ১৮০৭ শকাব্দ, পৃঃ৩৯।

১৩) ক) জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ। সাংখ্যপ্রবচন সূত্র-১/১৪৫।

খ) জড়ব্যাবৃত্তো জড়ংপ্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ। সাংখ্যপ্রবচন সূত্র-৬/৫০। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত গদ্যানুবাদ, কলিকাতাঃ বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ: ৬৯ ও ২১১

১৪) নিত্যমুক্তত্বং সদা.....বদ্ধ ইতি ভাব:। সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য-১/১৯। শ্রীমহেশচন্দ্র পাল কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত, কলিকাতাঃ উপনিষদ্ কার্যালয়, ১৮০৭ শকাব্দ, পৃ:৩৯।

১৫) বুদ্ধিতত্ত্বং হি.....চেতনঃ ঘটাদিবৎ। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী-৫। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১৬. পৃ:৪৭

১৬) জবা-স্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিনত্বভিমানঃ। সাংখ্যপ্রবচন সূত্র-৬/২৮। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত গদ্যানুবাদ, কলিকাতাঃ বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৯৭. পৃঃ ২০৩

১৭) দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যায়ানুপশাঃ। যোগসূত্র ২/২০। শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু সঙ্কলিত। কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ ২০০৫, পৃঃ ১২৫

১৮) অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়াস্থিতঃ। গীতা ১০/২০। শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত, কলকাতাঃ প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ২০১৮, পৃঃ ৩৪৮।

১৯) অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ.... অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকাযোঽয়মুচ্যতে। গীতা-২/২৪-২৫, তদেব, পৃ: ৩৯-৪০

২০) পুরুষ প্রকৃতিস্থো.....সদসদ্- যোনিজন্মসু।। গীতা-১৩/২১, তদেব, পৃ: ৪১৯

২১) চতুর্বিংশক ইত্যেষ রাশিঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ। চরক সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড), কতিধাপুরষীয়ম্ (শারীরস্থানম্)- ১/১৭। কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার কৃত বঙ্গানুবাদ, কলকাতাঃ দীপায়ন প্রকাশনী, ২০১৩, পৃঃ ১৬

২২) খাদয়শ্চেতনাষষ্ঠা ধাতবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ। চেতনা ধাতুরপ্যেকঃ স্মতঃ পুরুষসংজ্ঞক।। চরক সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড), কতিধাপুরুষীয়ম্ (শারীর স্থানম্ -১/৬), তদেব, পৃঃ ১৪

২৩) ভাবাজ-জ্ঞেয়ং তদব্যক্তমিচন্ত্যং ব্যক্তমন্যথা।। অব্যক্তমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ শাশ্বতো বিভুরব্যয়ঃ। চরক সংহিতা -২৮/২৯, তদেব, পৃ: ১৯।

২৪) রজস্তমোভ্যাং যুক্তং সংযোগঽয়মনন্তবান্। তাভ্যাং নিরাকৃতাভ্যান্ত সত্ত্ববুদ্ধ্যা নিবর্ত্তেতে ।।১/১৮। চরক সংহিতা। তদেব, পৃঃ ১৬

২৫) সংঘাত-পরর্থাত্বাৎ.....কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ। । সাংখ্যকারিকা-১৭। পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু সঙ্কলিত। কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭, পৃঃ১২৪।

খ) সংহতপরার্থত্বাৎ।। ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ।। অধিষ্ঠানাচ্চেতি। ভোক্তৃভাবাৎ।। কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ।। সাংখ্যপ্রবচন সূত্র-১৪০-১৪৪। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত গদ্যানুবাদ, কলকাতাঃ বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৯৭, পৃঃ ৬৭-৬৮।

২৬) প্রাণাপাণৌ নিমেষাদ্যা জীবনং মনসো গতিঃ....বুদ্ধিঃ স্মৃতিরহঙ্কারো লিঙ্গানি পরমাত্মনঃ।। চরক সংহিতা(দ্বিতীয় খণ্ড), কতিধাপুরুষীয়ম্ (শারীরস্থানম্)- ১/৩২। কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার কৃত বঙ্গানুবাদ, কলকাতাঃ দীপায়ন প্রকাশনী, ২০১৩, পৃঃ ২০

২৭) জন্মমরণ করণাং.....ত্রৈগুণ্য বিপর্য্যয়া চ্চৈব।। সাংখ্যকারিকা-১৮। শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু সঙ্কলিত। কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭, পৃঃ১৩১

২৮) পুণ্যবান্ স্বর্গে জায়তে পাপী নরকেঽজ্ঞো বধ্যতে জ্ঞানীমুচ্যত ইত্যাদেঃ শ্রুতিস্মৃতিব্যবস্থায়া বিভাগস্যান্যথানুপত্ত্যা পুরুষা বহব ইত্যথঃ। সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য-১/১৪৯। শ্রীমহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা: উপনিষদ্ কার্যালয়, ১৮০৭ শকাব্দ, পৃঃ ১৯২।

২৯) পঙ্গুববন্ধবদুভয়োরাপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ।। সাংক্যকারিকা-২১। শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু সঙ্কলিত। কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭, পৃঃ১৪০।

৩০) পুরুস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য। সাংখ্যকারিকা-১৮, তদেব, পৃঃ ১৪০